দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2.1 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ডিগ্রী পরীক্ষার দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকরা ২ বছরেও টিএ-ডিএ পান নাই

সন্দ্বীপ (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা ।। ১৯৯৭ সনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী পরীক্ষার সময় বিভিন্ন কলেজ হইতে শিক্ষকদেরকে দেশের দূর-দূরান্ত কলেজে পরিদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন। শিক্ষকদের কাছে

(১২ পৃঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষার

(৩য় পৃঃ পর)

পাঠানো নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছিল, পরিদর্শনশেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রেরিত টি, এ, ডি, এর ফরমের ছকপত্র পূরণ করিয়া পাঠাইবার জন্য। পরিদর্শন টিমের সদস্যরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রেরিত ছকপত্র টি, এ, ডি, এ'র পারিশ্রমিক যথাসময়ে প্রেরণ করা সত্ত্বেও গত প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি তাহা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে না বলিয়া পরিদর্শন টিমের সদস্য শিক্ষকবৃন্দ জানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে কলেজ শিক্ষকদেরকে ডিগ্রী পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে দূর-দূরান্তে পরিদর্শন টিমের সদস্য করিয়া পাঠানো হয় এবং তাহারাও বিভিন্ন ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়াও দায়িত্ব পালন ও কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক গোপন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। পরিদর্শন টিমের কয়েকজন সদস্য এই সংবাদদাতাকে জানান যে, পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় কোন কোন ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্রে সীমাহীন গণটোকাটুকির বিবরণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা সত্ত্বেও উক্ত ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির ব্যাপারে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ দেখা যায় নাই।

পরিদর্শন টিমের সদস্যরা নিজেদের গাঁটের টাকা পয়সা খরচ করিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া গেলেও তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পরিদর্শন টিমের সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কোন কোন পরিদর্শক টিমের সদস্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করিয়া জানিতে পারিয়াছে যে, পরিদর্শন টিমের সদস্যদের রাহাভাতা পরিশোধ করার জন্য কোন বাজেট অদ্যাবধি পেশ করা হয় নাই বলিয়া কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না।

অন্যদিকে ১৯৯৮ সনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা গতকাল (বৃহস্পতিবার) শুরু হইয়াছে। এবারও যাহাতে একই ভোগান্তি না হয়, তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আগে ভাগেই পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হইয়াছে।